

سُورَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ

৪-সূরা আন-নিসা

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৭৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অমার্চিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। হে মানব মণ্ডলী ! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদিগকে একই আত্মা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উভয় হইতে বহু নর ও নারী বিস্তার করিয়াছেন; এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট আবেদন কর, এইরূপে আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষণকারী ।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ②

৩। এবং তোমরা এতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ দাও এবং পবিত্র ধন-সম্পদের সহিত অপবিত্র ধন-সম্পদ বদলাইও না, এবং তাহাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সহিত মিনাইয়া খাইও না। নিশ্চয় ইহা মহা পাপ।

وَأُولَ الَّذِينَ آمَوَالُهُمْ وَلَا تَنْبَغُ لَهُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِمَّا رَزَقُوا مِنْهُ مِثْلَ حَظِّهِمْ ③ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ④

৪। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা এতীমদের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে তোমরা (অন্য) নারীদের মধ্য হইতে (যাহারা এতীম নহে) তোমাদের পসন্দমত দুইজন অথবা তিনজন অথবা চারজনকে বিবাহ কর; তবে তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা ন্যায়-বিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে একজনকে অথবা তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্তগণকে বিবাহ কর। ইহা নিকটবর্তী (বাবস্থা) যাহাতে তোমরা অবিচার না কর।

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَأُولَ الَّذِينَ كُنْتُمْ مَعَكُمْ حَبِيبَاتٌ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ فَتُحْسِنُوا إِلَيْهِمْ وَهُمْ يُحْسِنُونَ إِلَيْكُمْ ⑤ وَأُولَ الَّذِينَ كُنْتُمْ مَعَكُمْ حَبِيبَاتٌ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ فَتُحْسِنُوا إِلَيْهِمْ وَهُمْ يُحْسِنُونَ إِلَيْكُمْ ⑥

أُولَ الَّذِينَ كُنْتُمْ مَعَكُمْ حَبِيبَاتٌ ⑦

৫। এবং তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের দেন-মহর স্বৈচ্ছায় প্রদান কর। অতঃপর, তাহারা যদি স্বতঃপ্ররভ হইয়া উহা হইতে কিয়দংশ তোমাদিগকে দিয়া দেয়, তাহা হইলে তোমরা উহা সানন্দে ও তৃপ্তি সহকারে ভোগ কর।

وَأُولَ الَّذِينَ كُنْتُمْ مَعَكُمْ حَبِيبَاتٌ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ فَتُحْسِنُوا إِلَيْهِمْ وَهُمْ يُحْسِنُونَ إِلَيْكُمْ ⑧

৬। এবং তোমরা অব্যাদিগকে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না যাহা আল্লাহ তোমাদের জন্য অবলম্বন স্বরূপ করিয়াছেন, কিন্তু উহা হইতে তাহাদিগকে রিযক দান কর এবং পোষাক-পরিচ্ছদ দান কর এবং তাহাদের সহিত নায়-সঙ্গত কথা বল ।

৭। এবং তোমরা এতীমদের (বৃদ্ধিমত্যা) পরীক্ষা করিত থাক যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহের বয়সে উপনীত হয়, অতঃপর, যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে পরিণত বিচার-বৃদ্ধি অনুভব কর, তাহা হইলে তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ অর্পণ কর, এবং তাহারা বড় হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তোমরা উহা অপব্যয় করিয়া এবং তাড়াতাড়ি করিয়া ভোগ করিও না । এবং যে ধনী সে যেন নিরুত্ত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন নায়-সঙ্গতভাবে ভোগ করে । অতঃপর, যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ প্রত্যাপণ কর তখন তাহাদের উপস্থিতিতে সাক্ষী রাখ । এবং আল্লাহ হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট ।

৮। পুরুষদের জন্য উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, এবং নারীদের জন্যও উহাতে অংশ রহিয়াছে যাহা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ ছাড়িয়া যায়, অল্প হইলেও অথবা বেশী হইলেও উহা হইতে একটি নির্ধারিত অংশ রহিয়াছে ।

৯। এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত নায়-সঙ্গত কথা বলিও ।

১০। এবং তাহারা যেন (আল্লাহকে) ভয় করে, যদি তাহারা নিজেদের পিছনে দুর্বল সন্তান-সন্ততি ছাড়িয়া যাইত, (তাহা হইলে) তাহারাও তাহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা করিত (যে তাহাদের কি হইবে)। অতএব, তাহারা যেন আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং (এতীমদের সহিত) সঠিক কথা বলে ।

১১। নিশ্চয় যাহারা যুলুম করিয়া এতীমগণের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে, তাহারা তাহাদের উদরে কেবল অগ্নি ভক্ষণ করে এবং অচিরেই তাহারা জেলিহান শিখা বিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করিবে ।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيًسًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاَسْوَاهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْهُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيُنصَبْ بِالْعُرْوَةِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِالنَّبِيِّ نَبِيًّا ۝

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ لَوْ كُنَّ نِسَاءً فَمِمَّا قَلَّ مِنْهَا ۝

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّتًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ خُلْفًا إِنَّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ سَعِيرًا ۝

১২। আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে তাকিদপূর্ণ আদেশ দিতেছেন; একজন পুরুষের জন্য দুইজন নারীর অংশের সমান; কিন্তু যদি নারী দুই-এর অধিক হয়, তাহা হইলে সে (মৃত ব্যক্তি) যাহা ছাড়িয়া যায় উহার দুই-তৃতীয়াংশ তাহাদের জন্য; এবং যদি নারী একজনই থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য অর্ধেক। এবং তাহার পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য উহা দ্বিভাগে বিভক্ত হইবে যাহা সে ছাড়িয়া গিয়াছে, যদি তাহার সন্তান থাকে; কিন্তু যদি তাহার সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতা মাতাই উত্তরাধিকারী হয় তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; এবং যদি তাহার একাধিক ভ্রাতা-ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ; (এই সকল অংশ) সে যাহা ওসীয়াত করে সেই ওসীয়াত বা স্বর্ণ (পরিশোধ)-এর পরে। তোমাদের পিতৃপুরুষ এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের ক্ষেত্রে কে তোমাদের নিকটতর তাহা তোমরা অবগত নহ। আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা ফরয করা হইয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৩। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যাহা কিছু ছাড়িয়া যায় উহার অর্ধেকাংশ তোমাদের জন্য যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে; কিন্তু যদি তাহাদের কোন সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ উহা হইতে যাহা তাহারা ছাড়িয়া গিয়াছে, (এই সকল অংশ) তাহারা যাহা ওসীয়াত করে সেইসব ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। এবং তাহাদের জন্য উহা হইতে এক-চতুর্থাংশ যাহা তোমরা ছাড়িয়া যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান (বর্তমান) থাকে তাহা হইলে তোমরা যাহা ছাড়িয়া যাও তাহারা পাইবে উহার এক-অষ্টমাংশ, (এই সকল অংশ) তোমরা যাহা ওসীয়াত কর সেই ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। এবং যদি কালান্না অবস্থায় কোন পুরুষ বা মহিলার 'মিরাস' (পরিভাষ্য সম্পত্তি) বন্টন করিতে হয়, এবং তাহার এক ভ্রাতা অথবা ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের প্রত্যেক ষষ্ঠাংশ পাইবে। কিন্তু তাহারা যদি ততোধিক হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই এক-তৃতীয়াংশে (সমান সমান) অংশীদার হইবে, (এই সকল অংশ) ওসীয়াত যাহা করা হয় সেই ওসীয়াত বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে। (এই বন্টন) কাহারও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে নহে। (ইহা) আল্লাহর তরফ হইতে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ, বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম সচিষ্ণ।

يُؤْمِنُكُمْ اللَّهُ فِي أَوَّلِ دَعْوَتِكُمْ لِلَّذِي كَرِهْتُمْ حِطَّ الْأَفْغَانِي
فَإِنْ كُنْ يَسَاءَ قَوْلُ أَشْتَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثَلَاثَا مَرَّاتٍ
وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يَنْبَغِي لِحُكْمِ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلثُلُثِ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأَخَوَةِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ
يُؤْمِنُ بِهَا أَوْ دِينَ أَبَائِكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ لِأَنَّ دُونَ
إِيَّاهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ
عَلَيْهَا حَكِيمًا ۝

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
وَلَدٌ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوصِينَ بِهِمَا أَوْ دِيْنَهُنَّ وَلَقَدْ نَزَّلَ
رُبُّكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوصُونَ
بِهَآؤُ دِيْنِهِ وَإِنْ كَانَ زَوْجٌ يُوْرِكُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً
وَلَهُ أَخٌ أُوْحَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدَّةُ فَإِنْ
كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَيُفْرَضُ شَرَاكَآ فِي الثُّلُثِ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهِمَا أَوْ دِيْنَهُنَّ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

১৪। এইগুলি আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমাসমূহ, এবং যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের আনুগত্য করে, তিনি তাহাকে জালাতে প্রবেশ করিবেন, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে; ইহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিতে থাকিবে এবং উহাই মহা সফলতা।

১৫। এবং যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের অবাধতা করে এবং তাঁহার (নির্ধারিত) সীমাসমূহ লংঘন করে, তিনি তাহাকে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, সেখানে সে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে, এবং তাহার জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক আশা।

১৬। এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ঘোরতর অশ্লীল আচরণ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব কর, যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ যে পর্যন্ত না তাহাদের যুতা ঘাটে অথবা আল্লাহ তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ করিয়া দেন।

১৭। এবং যদি তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ উহাতে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহাদের উভয়কে শাস্তি দাও। কিন্তু তাহারা যদি তওবা করে এবং সংশোধন করে, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, নিশ্চয় আল্লাহ সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময়।

১৮। আল্লাহ কেবল সেই সকল লোকের তওবা গ্রহণ করেন যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দকর্ম করে, অতঃপর সত্বরই তওবা করে। ইহাদের প্রতিই আল্লাহ সদয় দৃষ্টিপাত করেন, বশতঃ আল্লাহ সর্বজানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৯। এবং ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নহে, যাহারা মন্দকর্ম করিতে থাকে এমনকি যখন তাহাদের কাহারও সম্মুখে যুতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'এখন আমি নিশ্চয় তওবা করিলাম'; এবং তাহাদের জন্যও নহে যাহারা কাফের অবস্থায় মারা যায়। ইহারাষ্ট্র ঐ সকল লোক, যাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আশা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

২০। যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে! ইহা তোমাদের জন্য হালাল নহে যে, তোমরা বলপূর্বক নারীগণের উত্তরাধিকারী হইয়া যাও; এবং তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ উহার কতক

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ فِي النَّارِ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكَ فَأَنشُدْهُنَّ عَلَيْنَّ أَزْوَاجَ فَنُكْرَ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهِنَّ الْبُيُوتُ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّاهُمْ وَأُزْوَاجُهُمْ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ التَّوْبَةَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَتَعَصَّوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ

ছিনাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্যভাবে অস্বীকৃত্য লিপ্ত হয়; এবং তাহাদের সহিত সত্তাবে বসবাস কর; যদি তোমরা তাহাদিগকে অপসন্দ কর, তাহা হইলে (সম্মত রাখিও) এমনও হইতে পারে যে, তোমরা যে বস্তুকে অপসন্দ কর আল্লাহ্ উহার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন ।

২১। এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে মনস্থ কর এবং তাহাদের কাহাকেও প্রচুর সম্পদ দিয়া থাক, তথাপি উহা হইতে কিছুই (ফিরাইয়া) লইও না । তোমরা কি অপবাদ দিয়া ও প্রকাশ্য পাপাচার করিয়া উহা ফিরাইয়া লইবে ?

২২। এবং কিভাবে তোমরা ইহা গ্রহণ করিতে পার যখন তোমরা একে অপরের সহিত মেলা মেশা করিয়াছ এবং তাহারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় অস্বীকার লইয়াছে ?

২৩। এবং নারীদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, তবে পূর্বে যাহা হইয়াছে উহা ব্যতীত; নিশ্চয় ইহা অস্বীকৃত্য এবং ঘৃণা এবং একটি নিষ্কট প্রথা ।

২৪। তোমাদের উপর হারাম করা হইল, তোমাদের মাতা এবং তোমাদের কন্যা এবং তোমাদের ভগ্নী এবং তোমাদের স্কন্ধ এবং তোমাদের খালা এবং ভ্রাতৃপত্নী এবং ভাগিনেরী এবং তোমাদের দুধ-মাতা যাহারা তোমাদিগকে দুধ পান করাইয়াছে এবং তোমাদের দুধ-বোন এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাতা এবং তোমাদের কোলে লালিত পালিত তোমাদের সৎ-কন্যা যাহারা তোমাদের সেই স্ত্রীদের গর্ভভাতা যাহাদের সহিত তোমরা উপগত হইয়াছ — কিন্তু যদি তোমরা তাহাদের সহিত উপগত না হইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না — এবং তোমাদের গুরুসজাত পুত্রের বধু এবং ইহাও যে, তোমরা দুই ভগ্নীকে (বিবাহ দ্বারা) একত্র কর; কিন্তু যাহা পূর্বে হইয়াছে উহা ব্যতীত; নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حَشَىٰ مُبَيَّنَّةٍ دَعَاؤُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَحَسَّ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَحَسِبَلِ اللَّهُ
فِيهِ غَيْرًا كَثِيرًا ﴿٢١﴾

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَنْبِتَ أَلٌ دَوْجَ مَكَانَ سَرَاجٍ وَ
أَتَيْتُمْ رَحْمَتَهُمْ فَطَلَا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَ مِنْهُ بِهَتَاكَا وَرَأْسَا مُبَيَّنَّةٍ ﴿٢٢﴾

وَكَيفَ تَأْخُذُونَ وَكَذَلِكَ أَفْضَىٰ بِكُمْ إِلَىٰ بَيْتِ
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْهَا ﴿٢٣﴾

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٤﴾

حُزِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ
وَعَلَائِكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي ارْضَعْتُمْ وَاخُوتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
نِسَاءَ آبَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ إِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَتَّخِذُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

৫ম পক্ষ

২৫। এবং মহিলাদের মধ্য হইতে সখা মহিলাগণ (তোমাদের উপর হারাম করা হইল), তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকারভুক্ত। ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক তোমাদের উপর বিধিবদ্ধ এবং উহার (উপরে বর্ণিত মহিলাগণ) ব্যতিরেকে বাকী সকলকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে, এইভাবে যে তোমরা আপন অর্থ দ্বারা পবিত্রতা রক্ষার্থে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ কর, অবৈধ কাম চরিতার্থে নহে। অতএব, এই পন্থায় তাহাদের মধ্যে যাহাদের দ্বারা তোমরা উপকৃত হইয়াছ তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত দেন-মহর দাও; দেন-মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পর সম্মত হইলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

২৬। এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মো'মিন মহিলাগণকে বিবাহ করিবার সামর্থ্য না রাখে সে তোমাদের দক্ষিণহস্তের অধিকারভুক্ত তোমাদের মো'মিন দাসীদের মধ্য হইতে কাহাকেও বিবাহ করিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন; তোমরা একে অপর হইতে (উদ্ধৃত), সূতরাং তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং তাহাদিগকে ন্যায়-সঙ্গতভাবে তাহাদের দেন-মহর দাও, তাহাদের সত্য রক্ষাকারিনী হওয়ার উদ্দেশ্যে, ব্যাভিচারিনী হওয়ার উদ্দেশ্যেও নহে এবং গোপন বন্ধ গ্রহণকারিনীরূপেও নহে। অতঃপর, যখন তাহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাহারা অশ্লীলতার লিপ্ত হইলে তাহাদের জন্য স্বাধীন নারীদের উপর যে শাস্তি উহার অর্ধেক। ইহা তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির জন্য যে পাপকে ভয় করে। এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২৭। আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিতে এবং তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পথসমূহ দেখাইয়া দিতে এবং তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন। এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

২৮। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন, কিন্তু যাহারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَدَّاءُ ذَلِكَ أَنْ تَتَّقُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَنْعَمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ أَجُورُهُنَّ كَأَجُورِ هُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاغَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَيْنِ الزَّوْجَةِ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ④

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْعُرُوفِ مَحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفُوحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَحْدَانٍ فَإِذَا أَحْبَبْتُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ بِغَاسِقَةٍ فَلَعَلَّهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْهَرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑤

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي تَرَبَّصُوا بِهِمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي تَرَبَّصُوا بِهِمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي تَرَبَّصُوا بِهِمْ ⑥

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي تَرَبَّصُوا بِهِمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي تَرَبَّصُوا بِهِمْ ⑦

8
[৩]

যেন তোমরা (গর্হিত কাজের দিকে) একান্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়।

২৯। আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে।

৩০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের মধ্যে অন্যান্যভাবে খাইও না, কিন্তু যদি উহা তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে তাহা হইলে স্বতন্ত্র। এবং তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়াময়।

৩১। এবং যে কেহ সীমানাখন ও যুলুম করিয়া ইহা করিবে, আমরা অচিরেই তাহাকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব; এবং ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

৩২। তোমাদিগকে যাহা হইতে নিষেধ করা হইতেছে যদি তোমরা সেগুলির মধ্যে গুরুতর পাপ হইতে বিরত থাক, তাহা হইলে আমরা তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহকে তোমাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে প্রবিষ্ট করিব।

৩৩। এবং তোমরা উহার আকাশা করিও না যদ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কতককে কতকের উপর প্রেচ্ছ প্রদান করিয়াছেন। পুরুষগণের জন্য উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে এবং মহিলাগণের জন্যও উহা হইতে অংশ রহিয়াছে যাহা তাহারা অর্জন করে এবং তোমরা আল্লাহর নিকট কামনা কর তাহার ফল হইতে। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৩৪। এবং আমরা প্রত্যেককে উত্তরাধিকারী করিয়াছি উহাতে যাহা পরিত্যাগ করে পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন এবং তাহারাও যাহাদের সহিত তোমরা দৃঢ় প্রতিভায় আবদ্ধ হইয়াছ। সূতরাং তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সাক্ষী।

৩৫। পুরুষগণ স্ত্রীলোকগণের উপর অভিভাবক কেননা আল্লাহ্ তাহাদের কতককে কতকের উপর প্রেচ্ছ দিয়াছেন এবং এই কারণেও যে, তাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ হইতে

الشَّهَوَاتِ أَنْ يَبْسُطُوا صِيْلًا عَظِيْمًا ۝

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وِجْرَانَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفٌ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

إِنْ تَخْتَضِعُوا لِبَآئِرِ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ لَكُمْ عَزْمٌ بِآيَاتِكُمْ وَنُذْرُكُمْ مُذْ حَلَّ رَبِّنَا ۝

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بَكْلٍ شَيْءٍ عَظِيْمًا ۝

وَلِكُلٍّ جَنَّتْهُمُ مَّوَالِيٌّ وَمِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِيْنَ وَالْأَقْرَبُونَ ۝
وَالَّذِيْنَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَ أَنْ تُؤْتِيَهُمْ فَيُنْصِبَهُمْ إِنْ
اللّٰهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا ضَلَّخْتُ

(জীলোকের জন্য) খরচ করে। সূতরাং পূণ্যবতী জীলোক তাহারা যাহারা অনুগতা, (স্বামীদের) ঐসকল গোপনীয় বিষয়ের হিফায়তকারিণী যাহার হিফায়ত আল্লাহ্ করিয়াছেন; এবং তোমরা যে সব জীলোকের অবাধাতার আশঙ্কা কর তাহাদিগকে সদূপদেশ দাও এবং তাহাদিগকে শয্যায় পৃথক করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে প্রহার কর। অতঃপর, তাহারা যদি তোমাদের অনুগতা করে তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব উচ্চ, মহা পৌরবান্বিত।

৩৬। এবং যদি তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহা হইলে স্বামীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস এবং স্ত্রীর স্বজনগণ হইতে একজন সালিস নিযুক্ত কর। যদি তাহারা উভয়ে (সালিস) আপোষ করাইতে চাহে তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদের উভয়ের মধ্যে মিল করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

৩৭। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং সদয় ব্যবহার কর— পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাযমীয় প্রতিবেশী গণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের সহিত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদৌ ভালবাসেন না যাহারা অহংকারী, দান্তিক;

৩৮। যাহারা স্বয়ং রূপপতা করে এবং লোকাদিগকেও রূপপতাত নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ফয়ল হইতে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা গোপন করে। বস্তুতঃ আমরা কাকেরদের জন্য লাক্ষনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি;

৩৯। এবং যাহারা লোকদিগকে দেশাইবার উদ্দেশ্যে নিজ ধন-সম্পদ খরচ করে এবং তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না (তাহারা শয়তানের সঙ্গী)। এবং শয়তান যাহার সঙ্গী হয়, ফলতঃ সে মন্দ সঙ্গী হইল।

৪০। এবং তাহাদের উপর কি (বিপৎপাত) হইত যদি তাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান আনিত এবং আল্লাহ্

قَتَيْتَ حِفْظَكَ لِلْفَلَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّذِي عَمَّاؤُنَ
تُؤْذِمُهُمْ يَعْزُبُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

وَلَا تَخْشَوْا شَيْعَانِ بَيْنَهُمَا فَبَغْتُوا حَكْمًا مِنْ
أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِضْلَافًا يُلَاقُوا
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنْ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا ۝

الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْفِتْلِ وَيَكْتُمُونَ
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
مُهِينًا ۝

وَالَّذِينَ يُؤْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا
سَاءَ قَرِينًا ۝

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا

তাহাদিগকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহা হইতে তাহারা খরচ করিত ? এবং আল্লাহ তাহাদের সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন ।

وَمَا ذَرَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ⑤

৪১ । আল্লাহ কখনও (কাহারও প্রতি) অণু পরিমাণও যুলম করেন না এবং যদি কাহারও কোন সৎকর্ম থাকে, তিনি উহাকে বাড়াইয়া দিবেন এবং তিনি স্বীয় সন্নিধান হইতেও মহা প্রস্ফার দিবেন ।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ⑤

৪২ । অতএব, তখন (তাহাদের) কেমন অবস্থা হইবে যখন আমরা প্রত্যেক উন্নত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকেও এইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ?

كَذَلِكَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ⑥

৪৩ । যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং এই রসূলের অবাধ্যতা করিয়াছে তাহারা সেই দিন কামনা করিবে যে, হায় ! যদি তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠে মিশাইয়া দেওয়া হইত; এবং তাহারা আল্লাহ হইতে কোন কথা গোপন করিতে পারিবে না ।

يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ نَسَوُا فِي هَؤُلَاءِ الْأَرْضِ وَلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ⑥

৪৪ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ! তোমরা অসচেতন অবস্থায় নামাযের নিকট যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যাহা বল তাহা অনুধাবন কর, এবং অপবিত্র হইলেও (নামাযের নিকট যাইও না) যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করিয়া লও, ইহা বাতিরেকে যে তোমরা মোসাহফের অবস্থায় থাক; এবং যদি তোমরা পীড়িত থাক অথবা সফরে থাক (এবং অপবিত্র অবস্থায় হও) অথবা তোমাদের মধ্যে যদি কেহ শৌচাগার হইতে আসিয়া থাকে অথবা তোমরা স্ত্রী-স্পর্শ করিয়া থাক এবং তোমরা পানি না পাও তাহা হইলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা স্নানাস্থম কর, এবং তোমাদের মুখ মণ্ডল এবং হস্ত সমূহকে মুছিয়া ফেল । নিশ্চয় আল্লাহ পরম মার্জানাকারী, ক্ষমাশীল ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ مِمَّا شَرَبْتُمْ وَلَا جُنُبًا إِلَّا بِرِيٍّ سَبِيلٍ ⑦
كَيْفَ تَقْرَبُوهَا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ⑦

৪৫ । তোমরা কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা পথ ভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং আকাঙ্ক্ষা করে যেন তোমরাও পথ ভ্রষ্ট হও ।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَبْلُغُوا السَّبِيلَ ⑦

৪৬ । এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুদিগকে অধিক জানেন, এবং বন্ধু হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহ যথেষ্ট ।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ⑧

৪৭। ইহুদীদের মধ্য হইতে কতকজন (আল্লাহর) কানাম সমূহকে মতাহারান হইতে অদল-বদল করে এবং তাহারা বলে, 'আমরা গুনিলাম এবং অমান্য করিলাম' এবং (আরও বলে) 'তুমি আমাদের কথা শুন, (আল্লাহর কানাম) তোমাকে যেন কখনও শুনানো না হয়,' এবং তাহারা তাহাদের জিহ্বাকে বিকৃত করিয়া এবং দীনের প্রতি খোঁচা দিয়া বলিত, 'রায়েনা' এবং তাহারা যদি এইরূপ বলিত, 'আমরা গুনিলাম এবং মান্য করিলাম, এবং তুমি শুন এবং 'উনযূরনা' (আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দাও); তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য উত্তম এবং সুসংগত হইত। কিন্তু আল্লাহ তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য তাহাদের উপর অভিসম্পাত করিলেন; অতএব, তাহারা অল্প সংখ্যক বাতিরেকে ঈমান আনে না।

৪৮। হে যাহারা কিতাব প্রদত্ত হইয়াছে! তোমরা উহার উপর ঈমান আন যাহা আমরা নাময়ন করিয়াছি, ইহা উহার সত্যায়ন করে যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে, সেই সময় আসিবার পূর্বে যখন আমরা (তোমাদের কতক) নেতাকে ধ্বংস করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের পশ্চাতে ফিরাইয়া দিব বা তাহাদিগকে সেইরূপে অভিশপ্ত করিব যেইভাবে আমরা 'সাবাত'-এর লোকদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছিলাম, এবং আল্লাহর আদেশ নিশ্চয় কার্যকরী হইবে।

৪৯। আল্লাহ ইহা আদৌ ক্ষমা করিবেন না যে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করা হউক; এবং ইহা অপেক্ষা লঘু অপরাধকে তিনি যাহার জন্য চাহিবেন ক্ষমা করিবেন, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে সে এক মহা পাপ করে।

৫০। তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া দাবী করে? বরং আল্লাহ তাহাদিগকে পবিত্র করেন, এবং তাহাদের উপর স্বর্জুর-বীজের বিলম্বী পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।

৫১। দেখ! তাহারা আল্লাহর উপর কিরূপ মিথ্যা আরোপ করিতেছে, এবং ইহা সুস্পষ্ট পাপ হিসাবে যথেষ্ট।

৫২। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে কিতাবের কিছু অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা জিব্বত (দুই সত্যসমূহ) এবং তাগুত (বিদ্রোহী সত্যসমূহ)-এর উপর ঈমান রাখ এবং তাহারা কাকেরদের সম্বন্ধে বলে, 'ইহারা

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ
وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مَسْمُوعٍ وَ
رَاعَيْنَا لِيُثَبِّتَهُمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ
قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَ خَيْرٌ
لَّهُمْ وَأَقْوَمُ وَلَا لَكِن لَمَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ بَيْنِ أَنْزَلْنَا مُصَدِّقًا
لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْلِسَ وَجُوهًا قَدْ رُفِّعَتْ
أَذْيَارُهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَهْلَ التَّابُوتِ وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى
إِثْمًا عَظِيمًا ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ رَبُّ اللَّهِ يُرَى
مَنْ يَشَاءُ وَلَا يَظْلُمُونَ فَيَلِيلًا ۝

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ
إِثْمًا مُبِينًا ۝

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَالظَّالِمَاتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ

ধর্ম পথে ঐ সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে।

أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝

৫৩। ইহারা ঐ সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ অভিশপ্ত করিয়াছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ যাহাকে অভিশপ্ত করেন তুমি কখনও তাহার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝

৫৪। শাসনক্রমতায় কি তাহাদের কোন অংশ আছে? তাহা হইলে তাহারা জনগণকে খড়্গের বীজের পৃষ্ঠদেশের খাত পরিমাণও কিছু দিবে না।

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَالِ فَإِذَا لَا يَرَوْنَ النَّاسَ فَقِرًا ۝

৫৫। অথবা তাহারা কি এই কারণে লোকদিগকে ঈশা করে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ ক্রয়ল হইতে কিছু দান করিয়াছেন? (যদি ইহাই হইয়া থাকে) তাহা হইলে আমরা ইব্রাহীমের বংশধরকেও কি তাব এবং হিকমত দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে আমরা দিয়াছিলাম বিশাল সাম্রাজ্য।

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

৫৬। অতঃপর, তাহাদের মধ্যে কতক তাহার উপর ঈমান আনিল; এবং তাহাদের মধ্যে কতক তাহা হইতে বিরত থাকিল এবং (তাহাদের শাস্তির জন্য) প্রজ্জ্বলিত আগুন হিসাবে জাহান্নাম যথেষ্ট।

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝

৫৭। নিশ্চয় যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে শীঘ্রই আমরা তাহাদিগকে আগুনে প্রবিষ্ট করিব, যখনই তাহাদের চর্ম জ্বলিয়া যাইবে আমরা উহার স্থলে তাহাদিগকে অন্য চর্ম বদলাইয়া দিব যেন তাহারা শাস্তির স্বাদ ভোগ করিতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রভাক্ষম।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلِّهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

৫৮। এবং যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে, আমরা শীঘ্রই তাহাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করিব যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত থাকিবে, যেখানে তাহারা সদা বসবাস করিবে; উহাতে তাহাদের জন্য পবিত্র জোড়াসমূহ থাকিবে এবং আমরা তাহাদিগকে ঘন সিন্ধু ছায়ায় প্রবিষ্ট করিব।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَسَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ۝

৫৯। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ উহাদের প্রাপককে অর্পণ কর, এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর তখন

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

নাম্যপরায়ণতার সহিত বিচার কর। আল্লাহ তোমাদিগকে যাহার উপদেশ দিতেছেন নিশ্চয় উহা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৬০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর এবং আনুগত্য কর এই রসূলের এবং তাহাদের যাহারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকারী। অতঃপর, যদি কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর তাহা হইলে তোমরা উহা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের প্রতি সমর্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। ইহা বড়ই কল্যাণজনক এবং পরিণামের দিক দিয়া অতি উত্তম।

৬১। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা দাবী করে যে, যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল উহাদের উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছে? তাহারা 'তাওত' (বিদ্রোহকারী) দ্বারা বিচার করা হইতে আকাঙ্ক্ষা করে অথচ তাহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছিল তাহারা যেন তাহার কথা অস্বীকার করে, কারণ শয়তান তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে চায়—যোর পথভ্রষ্টায়।

৬২। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'যাহা কিছু আল্লাহ্ নাযেল করিয়াছেন, উহার দিকে এবং এই রসূলের দিকে আস,' তখন তুমি মোনাফেকদিগকে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিরূপ ভাবাপন্ন হইয়া সরিয়া যাইতেছে।

৬৩। তখন কেমন অবস্থা হয় যখন তাহাদের কৃতকর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তাহারা আল্লাহর কসম খাইতে খাইতে তোমার নিকট আসিয়া বলে, 'আমরা সন্মোহন এবং পরস্পর সম্প্রীতি ব্যতীত আর কিছুই চাই নাই।'।

৬৪। ঐ সকল লোকের অন্তরে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ উহা ভালভাবে জানেন, সুতরাং তুমি তাহাদিগকে পরিহার করিয়া চল এবং তাহাদিগকে সদৃশদেহ দাও এবং তাহাদের নিজদের কল্যাণার্থে তাহাদিগকে মর্যম্পশী কথা বল।

نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٦٠﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٦١﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَمَنَّوْا
إِلَى الظَّالِمِينَ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٢﴾

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦٣﴾

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ
الْأَحْكَامُ تَوَفِّيْنَا ﴿٦٤﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ سَلَامٌ ﴿٦٥﴾

ওয়াল মুহসানাভূ-৫

৬৫। এবং আমরা কোন রসূল প্রেরণ করি নাই এই উদ্দেশ্যে
বাতিরেকে যে আল্লাহর আদেশে যেন তাহার আনুগত্য করা
হয়। এবং যখন তাহার নিজেদের উপর অন্যায় করিয়া
ছিল, তখন যদি তাহারা তোমার নিকট আসিত এবং আল্লাহর
নিকট তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রসূলও তাহাদের জন্য
ক্ষমা প্রার্থনা করিত তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহকে
অত্যন্ত সদয় দৃষ্টিদানকারী, পরম দয়াময় হিসাবে পাইত।

৬৬। কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, তাহারা মো'মেন হইবে না
যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারক
রূপে মান্য করিবে যে সকল বিষয়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে
বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর
উহাতে তাহারা নিজেদের অন্তরে সংকোচ বোধ না করিবে
এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।

৬৭। এবং আমরা যদি তাহাদের উপর বিধিবদ্ধ করিতামহে,
'তোমরা নিজদিগকে হত্যা কর অথবা আপন গৃহ হইতে
বাহির হইয়া যাও', তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক
বাতীত কেহই ইহা করিত না; এবং তাহারা যদি উহা করিত
যাহার সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা হইলে
ইহা তাহাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণজনক এবং (ঈমানের)
অনেক মন্বতির কারণ হইত;

৬৮। এবং তখন আমরা নিশ্চয় নিজ সম্মিধান হইতে
তাহাদিগকে মহা পুরস্কার দান করিতাম;

৬৯। এবং তাহাদিগকে নিশ্চয় আমরা সরল-সুদৃঢ় পথে
পরিচালিত করিতাম।

৭০। এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে
তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে
আল্লাহ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ
এবং শহীদগণ এবং সালেহগণের মধ্যে। এবং ইহারা ই সঙ্গী
হিসাবে উভয়।

৭১। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে বিশেষ ফয়ল; এবং সর্বজনীন
হিসাবে আল্লাহ যথেষ্ট।

৭২। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর, অতঃপর, ভিন্ন ভিন্ন দলে
বাহির হও অথবা সম্মিলিতভাবে বাহির হও।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَطَاعُ يَٰٓأَيُّهَا اللَّهُ وَلَوْ
أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَآبَاءَهُمْ ۝

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي شَيْءٍ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَأَخْجِزُوا
مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ
فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ
تَنْبِيْهُنَّ ۝

وَإِذَا لَا تَأْتِيَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۝

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝

۞ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ۝

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَاتَرَكُوا مِثْقَالَ
وَازْنٍ ۝

৭৩। এবং নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাহারা গড়িমসি করিয়া পিছনে থাকিয়া যায়, অতঃপর যদি তোমাদের উপর বিপদ আসে তখন সে বলে, 'আল্লাহ্ আমার উপর অবশ্যই অনগ্রহ করিয়াছেন যেহেতু আমি তাহাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলাম না।

৭৪। কিন্তু যদি আল্লাহ্র তরফ হইতে তোমাদের উপর কোন ফয়ল হয় তখন সে অবশ্য এমনভাবে বলে, যেন তোমাদের এবং তাহার মধ্যে কোন বন্ধুস্নত সম্পর্কই ছিল না, 'হায় ! আমিও যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম, তাহা হইলে আমি (আজ) মহা সাফলা অর্জন করিতাম !'

৭৫। সূতরাং যাহারা পরকালের জন্য পার্থিব জীবনকে বিক্রয় করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করা উচিত। এবং যে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর সে নিহত হয় অথবা জয়লাভ করে, অট্টরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব।

৭৬। এবং তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে এবং ঐ সকল অসহায় দুর্বল নর-নারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ কর না, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদেরকে এই শহর হইতে বাহির করিয়া নইয়া যাও, যাহার অধিবাসীগণ বড়ই মালেম এবং তুমি নিজের সম্মিধান হইতে আমাদের জন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর, এবং তোমার সম্মিধান হইতে আমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর।'

৭৭। যাহারা ঈমান আনে তাহারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, এবং যাহারা অস্বীকার করে তাহারা তাওহীদের (কিদ্দাহী-শয়তানের) পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, শয়তানের (যুদ্ধ) কৌশল নিশ্চয় দুর্বল।

৭৮। তুমি কি ঐ সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংযত কর এবং নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও, অতঃপর, যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করা হইল তখন দেখ ! তাহাদের মধ্য হইতে এক দল মানুষকে এইরূপ ভয় করিতে লাগিল যেইরূপ আল্লাহকে ভয় করা উচিত, বরং তদপেক্ষা অধিক ভয়, এবং তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর কেন যুদ্ধ বিধিবদ্ধ করিলে ? কেন তুমি আমাদেরকে আরও

وَرَأَىٰ مِنْكُمْ لَمَن لَّمْ يَلْحِظْ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُّؤِيبَةٌ
قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شِئْئًا

وَلَيْنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ
تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ لَّيَلِيَنِّي كُنْتُ مَعَهُمْ
فَأَفُوزُ فَوْزًا عَظِيمًا

فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ
يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيَنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ
وَالرِّجَالِ وَالْوُجَدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِن
لَّدُنكَ نَصِيرًا

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا آلِهَا الشَّيْطَانَ
إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ
إِذَا قَرِيعٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ
أَوْ اشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا إِنَّا لِمُرْكَبَتٍ عَلَيْنَا
الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ

কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিলে না?' তুমি বল, 'পার্থিব ভোগ-বিনাস তুচ্ছ, কিন্তু পরকাল তাহার জন্য অধিকতর উত্তম যে (আল্লাহর) তাকওয়া অবলম্বন করে, এবং তোমাদের উপর পূর্জ-বীজের বিলম্বী পরিমাণও অনায়াস করা হইবে না।' *

৭৯। যেখানেই তোমরা থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই যদিও তোমরা সুদূর-দূর্গে অবস্থান কর না কেন। এবং যদি তাহাদের কোন কল্যাণ ঘটে তখন তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহর সন্নিধান হইতে,' এবং যদি তাহাদের কোন অনিষ্ট হয় তখন তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে,' তুমি বল, 'সবই আল্লাহর নিকট হইতে; এই লোকগুলির কি হইয়াছে যে, তাহারা কোন কথা বুঝিবার কাছ দিয়াও যায় না?'

৮০। তোমার নিকট যে কল্যাণ আসে তাহা আল্লাহর নিকট হইতে; এবং তোমার যে অকল্যাণ ঘটে তাহা তোমার নিজের কারণে। বস্তুতঃ আমরা তোমাকে মানবমণ্ডলীর জন্য রসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি এবং সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৮১। যে কেহ এই রসূলের আনুগত্য করে বস্তুতঃ সে আল্লাহরই আনুগত্য করে, এবং যে কেহ পৃষ্ঠপদর্শন করে সেইক্ষেত্রে আমরা তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষক হিসাবে পাঠাই নাই।

৮২। এবং তাহারা বলে, 'আনুগত্যই (আমাদের আদর্শ নীতি),' কিন্তু যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের মধ্যে একদল, তুমি যাহা বলিয়া থাক, উহার বিরুদ্ধে রাত্রি সলা-পরামর্শ করে। এবং তাহারা রাগিত্তে যে সলা পরামর্শ করিতেছে উহা আল্লাহ লিপিবদ্ধ করিতেছেন। অতএব, তুমি তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। বস্তুতঃ কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

৮৩। তবে কি তাহারা কুরআনের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করে না? এবং যদি ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা উহার মাধ্যম গ্রহণ করিত।

৮৪। এবং যখন তাহাদের নিকট নিরাপত্তার অথবা ভয়-ভীতির কোন সংবাদ আসে তখন তাহারা ইহাকে খুব প্রচার

الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَا تَظْلُمُونَ فَتِيلًا ۝

إِنْ مَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُّشِيدَةٍ ۚ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ سَيَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ قَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكُونُونَ لِقَاءَهُمْ حَدِيثًا ۝

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَاٰرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِيًا ۝

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ۖ فَإِذَا بَرَأُوا مِنَ اللَّهِ عَيْنِكَ يَبْتَغِي طَافَةً مِنْهُمْ ۚ غَيْرِ الَّذِي تَقُولُ ۚ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْتَغُونَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا

করিয়া বেড়ায়, তখন যদি তাহারা উহা রসুলের নিকট এবং তাহাদের কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা তথা অনুসন্ধান করিতে পারে তাহারা নিশ্চয় ইহা জানিয়া লইত। যদি আল্লাহর ক্ষমতা এবং তাহার রহমত তোমাদের উপর না হইত, তাহা হইলে অল্প সংখ্যক লোক বাতীত তোমরা সকলেই শয়তানের অনুসরণ করিতে।

৮৫। অতএব, তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তোমাকে তোমার নিজের জন্য ছাড়া দায়ী করা হয় নাই— এবং তুমি মো'মেনদিগকে (যুদ্ধের জন্য) উৎসাহিত করিতে থাক। হয় তো অচিরেই আল্লাহ কাফেরদের যুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়া দিবেন বস্তুতঃ আল্লাহ শক্তিতে অতীব কঠোর এবং শাস্তি দানেও অতীব কঠোর।

৮৬। যে কেহ সৎ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহা হইতে একাংশ থাকিবে, এবং যে কেহ মন্দ (কাজের) সুপারিশ করিবে, তাহার জন্য উহার তুল্য অংশ থাকিবে, এবং আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৮৭। এবং যখন তোমাদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সম্বোধন করা হয়, তখন তোমরা উহা হইতে উৎকৃষ্টতর সাদর-সম্ভাষণ জানাইও, অথবা (কমপক্ষে) উহাই প্রত্যাগণ করিও, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।

৮৮। আল্লাহ সেই সজ্ঞা যিনি বাতীত কোন উপাসা নাই, তিনি নিশ্চয় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমাদিগকে একত্রিত করিতে থাকিবেন যাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এবং আল্লাহ অপেক্ষা কথায় অধিক সত্যবাদী কে ?

৮৯। তোমাদের কি হইয়াছে যে তোমরা মোনাফকদের বিষয়ে দুই দল হইয়াছ ? অথচ আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে পথদ্রষ্ট করিয়াছেন তোমরা কি তাহাকে হেদায়াত দিতে চাহিতেছ ? এবং আল্লাহ যাহাকে পথদ্রষ্ট হইতে দেন তুমি তাহার জন্য কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلَى اَوَّلِي الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَشِطُوْنَكَ مِنْهُمْ وَلَوْ اَضَلَّ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تَكْلَفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِيْصِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا اللّٰهُ اَنْ يَّكْفُرَ بِاَسْمِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّاَشَدُّ تَنكِيلًا ۝

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا ۝

وَإِذَا حُجِّبْتُمْ بِحِجْبَةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ دُوْهَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَٰصِبًا ۝

اللّٰهُ لَا إِلٰهَ اِلَّا هُوَ يَّحْيِيْكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا يَمُوتُ رَيْبُ فِيْهِ وَمَنْ اٰصَدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِتْنَةٍ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَ مَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ يَّهْدِيْهُ سَبِيْلًا ۝

৯০। তাহারা কামনা করে যে, তোমরাও সেইরূপ অস্বীকার কর যেইরূপ তাহারা অস্বীকার করিয়াছে যেন তোমরা সকলেই সমান হইয়া যাও। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। অতঃপর, যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে ধৃত কর এবং হত্যা কর। যেখানে তোমরা তাহাদিগকে পাও; এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না এবং সাহায্যকারী রূপেও না;

وَدَاؤُكُمْ لَكُمْ وَمَنْ كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَقَاتَلُوا عَنْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَليًا وَلَا نَصِيرًا ﴿٩٠﴾

৯১। কেবল ঐ সকল লোক ব্যতিরেকে যাহারা ঐ জাতির সহিত সম্পর্ক রাখে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট আসে এমতবস্থায় যে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অথবা তাহাদের জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে তাহাদের অন্তঃকরণ সঙ্কুচিত হয়। এবং যদি আল্লাহ চাহিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দিতেন, তখন তাহারা নিশ্চয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। অতএব, যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ করে তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে (আক্রমণের) কোন পথ বাকী রাখেন নাই।

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِيَّتَ صُدُورِهِمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَذَرُوا كُفُّوا فَمَا يَقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَّةُ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ فَاجْعَلِ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيِّئًا ﴿٩١﴾

৯২। শীঘ্রই তোমরা অন্য এমন কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের নিকট হইতে নিরাপদ থাকিতে চাহে এবং তাহাদের নিজেদের জাতির নিকট হইতেও নিরাপদ থাকিতে চাহে। যখনই তাহাদিগকে ফিতনার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখনই তাহাদিগকে উহাতে নিম্নমুখী করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং যদি তাহারা তোমাদের নিকট হইতে পৃথক না হয় এবং তোমাদের নিকট শান্তি-প্রস্তাব পেশ না করে এবং নিজেদের হাত সংযত না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে ধৃত কর এবং তাহাদিগকে হত্যা কর যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে পাও। এবং তোমরাই এমন লোক যে, আমরা তাহাদের উপর তোমাদিগকে সুস্পষ্ট কর্তৃত্ব দান করিয়াছি।

سَيِّئًا وَمَنْ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُواكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ لَمَّا رُذِّقُوا إِلَىٰ الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْرِضُوا عَنْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوا عَنْهُمْ وَقَاتِلُوا عَنْهُمْ حَيْثُ تَقِفُوا عَنْهُمْ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿٩٢﴾

১৩। কোন মো'মেনের উচিত নহে যে, সে কোন মো'মেনকে হত্যা করে কেবল ভুল বাতিরেকে এবং কেহ ভুল বশতঃ কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে একজন মো'মেন দাসকে মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্ত-পণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তাহারা উহা সদকাহ্ (হিসাবে মাফ) করিয়া দেয়। কিন্তু সেই (নিহত) ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু পক্ষের হয় এবং সে মো'মেন হয় তাহা হইলে একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যদি সেই (নিহত) ব্যক্তি এমন এক জাতির লোক হয় যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে কোন চুক্তি রহিয়াছে তাহা হইলে তাহার পরিজনবর্গের নিকট রক্ত-পণ অর্পণ করা এবং একজন মো'মেন দাস মুক্ত করা বিধেয়। কিন্তু যে (সামর্থ্য) রাখে না তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে— আল্লাহর তরফ হইতে দয়ার দৃষ্টি স্বরূপ। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজনীন, প্রজাময়।

১৪। - এবং কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মো'মেনকে হত্যা করিলে তাহার প্রতিফল হইবে জাহান্নাম, যাহাতে সে বসবাস করিতে থাকিবে। এবং আল্লাহ তাহার প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করিবেন এবং তিনি তাহাকে অভিসম্পাত করিবেন এবং তাহার জন্য মহা আযাব প্রস্তুত করিবেন।

১৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা আল্লাহর পথে সফর কর, তখন তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও; এবং যে তোমাদিগকে সালাম বলে, তাহাকে বলিও না যে তুমি মো'মেন নহ। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা করিতেছ, অথচ আল্লাহর নিকট রহিয়াছে প্রচুর সম্পদ। তোমরাও ইতিপূর্বে এইরূপ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অগ্রহ করিলেন; সুতরাং তোমরা ভালরূপে তদন্ত করিয়া লও। তোমরা যাহা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ উহা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত আছেন।

১৬। মো'মেনগণের মধ্যে অল্পম ব্যাতিরেকে যাহারা পিছনে বসিয়া থাকে তাহারা এবং যাহারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দিয়া জিহাদ করে তাহারা সমান হইতে পারে না। ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়া জিহাদকারীগণকে আল্লাহ ঐ সকল লোকের উপর, যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, এবং তাহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ عَلَى لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنَ قَوْمٍ يَدِينُكُمْ وَيُنَازِلُكُمْ فِي دِينِهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَمْ يَجِدْ قَوْمًا شَهِدِينَ مَتَابِعِينَ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَمَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ آتَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَارِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِكُمْ نَعْيٌ وَإِنْ كَانَ يُنَاقِلُكُمْ فِي شَيْءٍ فَيُدْنِئَكُمْ عَنْهُ فَانقَلِبْ إِلَى الْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ أَخَذُوا أَمْرَهُمْ بَالًا هُمْ يُكَذِّبُوكُمْ وَلَا تَحْسَبُوا عَيْنَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ فَتَنْفَكُوا عَنْهُ لَكُمْ وَجْهُ اللَّهِ وَفَضْلُ اللَّهِ

لَا يَسْتَوِي الْقُعُودُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعُودِينَ دَرَجَةً وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْخَائِنَةَ وَفَضَّلَ

কলাপ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহারা (গৃহে) বসিয়া থাকে তাহাদের উপর আল্লাহ মুজাহিদগণকে মহা পুরস্কারের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন—

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَعْدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

৯৭। তাহার সম্মিধান হইতে পদমর্যাদা, এবং ক্ষমা এবং রহমত দ্বারা। এবং আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল এবং পরম দয়াময়।

دَرَجَاتٍ فِيهِ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

৯৮। নিশ্চয় যাহাদিগকে ফিরিশ্তাগণ এমতাবস্থায় মৃত্যু দান করে, যখন তাহারা নিজেদের উপর অনায়াস করিতেছিল, তাহারা (ফিরিশ্তাগণ) বলিবে, 'তোমরা কি অবস্থায় ছিলে?' তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে দুনিয়াতে দুর্বল বলিয়া গণ্য করা হইত।' তাহারা বলিবে, 'আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে উহাতে তোমরা হিজরত করিতে?' সুতরাং এই সব লোকের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম, ইহা কতই না মন্দ বাসস্থান!

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْبَلَكَةَ طَالِمًا أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

৯৯। কেবল পুরুষ এবং মহিলা এবং বালক-বালিকাদের মধ্য হইতে দুর্বলগণ ব্যতীত যাহারা কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না এবং (উদ্ধারের) কোন পথও খুঁজিয়া পায় না।

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَتَّبِعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝

১০০। এই সকল লোককে অর্চিয়েই 'আল্লাহ মার্জনা করিয়া দিবেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী, পরম ক্ষমাশীল।

قَالُوا لَكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَفْعُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

১০১। এবং যে কেহ আল্লাহর পথে হিজরত করে, সে পৃথিবীতে বহু সমৃদ্ধিশ্রল এবং প্রাচুর্য পাইবে। এবং যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের উদ্দেশ্যে, নিজ গৃহ হইতে হিজরত করার জন্য বাহির হয়, অতঃপর তাহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর বর্তিয়াছে, বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

১০২। এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর এবং আশঙ্কা কর যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তোমাদিগকে ফিত্নায় ফেলিয়া দিবে তখন যদি তোমরা নামায সংক্ষেপ কর তাহা হইলে ইহাতে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। কাফেররা নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

وَإِذَا ضَرَجْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَعْدَاؤُكُمْ مُبِينِينَ ۝

১০৩। এবং যখন তুমি নিজে তাহাদের মধ্যে থাক এবং তুমি তাহাদিগকে নামায পড়াও তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন তাহাদের অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এবং যখন তাহারা সিজদা সম্পন্ন করে তখন যেন তাহারা তোমাদের পশ্চাতে (শত্রুর সম্মুখে) দণ্ডায়মান হয়; এবং অন্য দল যাহারা এখনও নামায পড়ে নাই তাহারা যেন আগাইয়া আসে এবং তোমার সঙ্গে নামায আদায় করে এবং তাহারা যেন আশ্বরুকার উপকরণ অবলম্বন করে ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে, এবং যাহারা অস্ত্রীকার করিয়াছে তাহারা কামনা করে যে তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হইতে অসতর্ক হও তাহা হইলে তাহারা যেন অতর্কিতে এক যোগে তোমাদের উপর বাপাইয়া পড়িতে পারে। এবং রুষ্টিপাতের কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তখন তোমাদের উপরে কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্রাদি খুলিয়া ফেল, এবং তোমরা (সদা) আশ্বরুকার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। আল্লাহ নিশ্চয় কাফেরদের জন্য নাস্তিজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

১০৪। অতঃপর, যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বে শুইয়া তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, এবং যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন (স্বাভাবিক শর্তানুযায়ী) তোমরা নামায কয়েম কর, নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কয়েম করা মো'মেনদের উপর ফরয।

১০৫। এবং (শত্রু) জাতির অনুসন্ধানে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করিও না, যদি তোমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে তোমাদের স্বরূপ কষ্ট হয় তাহাদেরও স্বরূপ কষ্ট হয়। এবং তোমরা তো আল্লাহ হইতে উহার আশা রাখ যাহার আশা তাহারা রাখে না; এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

১০৬। আমরা নিশ্চয় সত্য সহ এই পূর্ণ কিতাব তোমার প্রতি এই জন্য নামেল করিয়াছি যেন আল্লাহ তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তদ্বারা তুমি লোকদের মধ্যে বিচার কর। এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হইও না।

১০৭। এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْعَتِكُمْ فَيُغْلِبُونَ عَلَيْكُمْ قَبِيلَهُ وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْفُوعًا أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٣﴾

وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٤﴾

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ كَمَا تَأْمِنُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٥﴾

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٦﴾

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٧﴾

১০৮। এবং তুমি তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিও না যাহারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ ভালবাসেন না তাহাকে যে চরম বিশ্বাসঘাতক, মহাপাপী।

১০৯। তাহারা মানুষ হইতে নিজেদের (পরিকল্পনা) গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ হইতে তাহারা গোপন করিতে পারে না, অথচ তিনি তখনও তাহাদের সহিত থাকেন যখন তাহারা রাত্ৰিকালে এমন কথা সম্পর্কে সলা-পরামর্শ করে যাহা তিনি পসন্দ করেন না। বস্তুতঃ তাহারা যে কর্ম করে আল্লাহ তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

১১০। দেখ! তোমরা এমনই লোক যে ইহজীবনে তাহাদের পক্ষ হইয়া বিতর্ক করিতেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের পক্ষ হইয়া আল্লাহর সহিত কে বিতর্ক করিবে অথবা কে হইবে তাহাদের পক্ষে অভিভাবক?

১১১। এবং যে কেহ মন্দ কর্ম করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় হিসাবে পাইবে।

১১২। এবং যে কেহ পাপ অর্জন করে, সে উহা কেবল নিজের বিরুদ্ধেই অর্জন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১১৩। এবং যে কেহ কোন ভুলি বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, ভ্রূহা হইলে নিশ্চয় সে মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

১১৪। এবং যদি না তোমার উপর আল্লাহর ফয়ল এবং রহমত হইত তাহা হইলে তাহাদের মধ্য হইতে একদল দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল যেন তোমাকে ধ্বংস করে, কিন্তু তাহারা নিজদিগকে বাতীত অন্য কাহাকেও ধ্বংস করে না এবং তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এবং আল্লাহ তোমার উপর কামিল কিতাব এবং হিকমত নাযেল করিয়াছেন এবং যাহা তুমি জানিতে না তাহা তোমাকে শিখাইয়াছেন এবং তোমার উপর আল্লাহর মহা ফয়ল রহিয়াছে।

১১৫। তাহাদের অধিকাংশ পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নাই—কেবল ঐ ব্যক্তির (পরামর্শ) ছাড়া যে দান-খয়রাত অথবা সংকাজ অথবা লোকের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়। এবং

وَلَا يُجَاوِلُ عَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ أَنْفُسُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِمًا

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْغَبُونَ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا

هَآئِنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الصُّورِ الَّذِينَ نَسْنَىٰ فَجَاءَ دِلَّ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

وَمَنْ يَمْعَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرَهَا بِهِ بَرِّئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضْلَوْكَ وَمَا يُضْلُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصْعَدُ نَفْسٌ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উহা করে অচিরেই আমরা তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব ।

১১৬ । এবং যে কেহ তাহার নিকট হেদায়াত পূর্ণভাবে প্রকাশ হওয়ার পর এই রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যাইবে এবং মো'মেনদের পথ ব্যতীত অন্য পথের অনুসরণ করিবে, আমরা তাহাকে সেই পথেই ফিরাইয়া দিব যে পথে সে ফিরিয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব; বস্তুতঃ উহা বড়ই মন্দ বাসস্থান ।

১১৭ । আল্লাহ্ ইহা কখনও ক্ষমা করিবেন না যে তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করা হউক, এবং ইহা অপেক্ষা লঘুতর পাপ যাহার জন্য তিনি চাহিবেন ক্ষমা করিবেন । বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কোন কিছুকে শরীক করে সে অবশ্যই চরম ভাবে পথভ্রষ্ট হয় ।

১১৮ । তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবনহীন-অসার বস্তু ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না, বরং তাহারা বিদ্রোহী শয়তান ব্যতীত কাহাকেও ডাকে না,

১১৯ । আল্লাহ্ তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন; এবং সে বলিয়াছিল, 'আমি নিশ্চয় তোমার বান্দাগণের মধ্য হইতে এক নির্দিষ্ট অংশকে ছিনাইয়া লইব;

১২০ । এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে প্রলোভন দিব, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে (মন্দ কাজে) উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা পশুর কর্ণাচ্ছদ করিবে, এবং নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিব, ফলে তাহারা অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করিবে ।' এবং যে কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত শয়তানকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিবে, সে নিশ্চয় প্রকাশ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ।

১২১ । সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদিগকে নানা প্রলোভন দেয়; বস্তুতঃ শয়তান তাহাদিগকে প্রকাশ্য ছলনা ব্যতিরেকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না ।

১২২ । এই সব লোক এমন যাহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এবং তাহারা উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না ।

ذَٰلِكَ أَجْرُكَ ۚ اللَّهُ سَوْفَ يُؤْتِيكَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٦﴾

وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا يَنْتَهِ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٧﴾

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّٰ سَلِيلًا بَعِيدًا ﴿١١٨﴾

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْسَانًا أَوْ دَابَّةً لَا يَفْضَحُونَ إِلَّا نَحْنُ الْغَنِيُّونَ ﴿١١٩﴾

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تُخَدِّنُنِي مِنْ عِبَادِكِ نَصِيبًا مَفْرُوسًا ﴿١٢٠﴾

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَتْهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْكُنْ أَدَانِ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْفِرْ ۚ خَلَقَ اللَّهُ وَمَنْ يَخْدِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا فَنَ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١٢١﴾

يَعِدُّهُمْ وَيُؤْتِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرْوًا ﴿١٢٢﴾

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجُودُونَ عَنْهَا مَجِيصًا ﴿١٢٣﴾

১২৩। কিন্তু যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে জান্নাতসমূহে দাখিল করিব, যাহাদের তলাদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকিবে, সেখানে তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। ইহা আল্লাহ্‌র অমোঘ প্রতিশ্রুতি; এবং আল্লাহ্‌ অপেক্ষা কথায় কে অধিকতর সত্যবাদী হইতে পারে ?

১২৪। ইহা তোমাদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না এবং আহলে-কিতাবদের ইচ্ছানুযায়ীও হইবে না; (বরং) যে ব্যক্তি কোন মন্দ কর্ম করিবে তাহাকে তদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে এবং সে নিজের জন্য আল্লাহ্‌ বাতীল না কোন বন্ধু পাইবে, না কোন সাহায্যকারী।

১২৫। এবং যে কেহ সৎকাজ করে, নর হউক বা নারী এবং সে মো'মেন — এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের উপর শত্ৰু-আঁটির ছিদ্র পরিমাণও অনায়াস করা হইবে না।

১২৬। এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে উৎকৃষ্টতর হইতে পারে যে আল্লাহ্‌র সমীপে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মশীল হয় এবং একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ইব্রাহীমকে বিশেষ বহুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২৭। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

১২৮। এবং তাহারা তোমার নিকট (একাধিক) নারীর (সহিত বিবাহ) সম্বন্ধে নির্দেশ চাহিতেছে। তুমি বল, 'আল্লাহ্‌ তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দান করিতেছেন এবং যাহা তোমাদিগকে এই কিতাবের অনান্ন আরাতি করিয়া শুনান হইতেছে উহা ঐ সকল এতীম নারীদের সম্বন্ধে, যাহা-দিগকে তোমরা সেই অধিকার দিতেছ না যাহা তাহাদের জন্য বিধি-বদ্ধ করা হইয়াছে, অথচ তোমরা আগ্রহ রাখ যেন তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ কর, এবং দুর্বল সন্তানদের সম্বন্ধেও। এবং (তোমাদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল) যে, এতীম বালিকাদের সহিত তোমরা ন্যায় বিচারের উপর কায়ম হও।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْتُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝

لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمْوَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَمْلِكُ سَوْءًا يَجْزِيهِ وَلَا يَحْدِلُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَطْلُبُونَ فِيهَا ۝

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا ذِي فَضْلٍ ۝

وَسَيَسْأَلُكَ فِي النِّسَاءِ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْتِنُكُمْ فِيهِنَّ وَ مَا يَنْظُرُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي نِسَاءِ الَّذِينَ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْنِّسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُولُوا لِنَاكِحُوا الْفُقَرَاءَ ۝ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝

এবং যে কোন উত্তম কাজ তোমরা কর আল্লাহ্ উহা সবিশেষ জানেন ।

১২৯ । এবং যদি কোন নারী তাহার স্বামীর পক্ষ হইতে মন্দ ব্যবহার এবং উপেক্ষার আশংকা করে, তাহা হইলে তাহাদের উপর কোন অপরাধ বর্তাইবে না, যদি তাহারা আপোষে সন্তোষজনক মীমাংসা করিয়া লয় । বস্তুতঃ আপোষ-মীমাংসা উত্তম । মনুষ্য প্রকৃতিতে কুপনতা (নিহিত) রাখা হইয়াছে ।

এবং যদি তোমরা সংকাজ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তোমরা যে কর্ম কর সেই বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ।

১৩০ । এবং স্ত্রীগণের মধ্যে তোমরা কখনও (পূর্ণ) সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না, তোমরা যতই আকাঙ্ক্ষা কর না কেন । সুতরাং তোমরা (একই স্ত্রীর প্রতি) পূর্ণ রূপে ঝুঁকিয়া যাইও না যাহার ফলে তোমরা তাহাকে (অন্য স্ত্রীকে) দোদুল্যমান বস্তুর ন্যায় ছাড়িয়া দাও । এবং যদি তোমরা পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।

১৩১ । এবং যদি তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হয় তাহা হইলে আল্লাহ্ (তাহাদের মধ্যে) প্রত্যেককে নিজ পক্ষ হইতে প্রাচুর্য দিয়া স্বনির্ভরশীল করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদাতা, প্রভাময় ।

১৩২ । এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র । এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগকেও এবং তোমাদিগকেও আমরা এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর ; কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (সমূরণ রাখিও) যাহা কিছু আকাশ — মণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র, বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা ব্রহ্মরশ্মিশালী, প্রশংসাজনক ।

১৩৩ । এবং যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র এবং কার্শনিবাহক হিসাবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট ।

১৩৪ । হে মানব মন্তলী ! যদি তিনি চাহেন তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন এবং (তোমাদের স্থলে)

وَلَا يَمْرَأَةٌ خَالَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا شُورًا وَلَا غَرَضًا
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ
خَيْرٌ وَأُخْزِيتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٩﴾

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا يَمْلِكُ كُلُّ الْمَالِ أَنْ يَنْفِقَ مِنْهُمَا كَالْعُلُقُوتِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾

وَأَنْ يَتَخَفَزَ فَإِنَّ اللَّهَ كَلَامٌ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣١﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَفَّيْنَا
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِذَا لَمْ يَأْتِ الْقَوْلُ
وَأَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا ﴿١٣٢﴾

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ
وَكِيلًا ﴿١٣٣﴾

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ
وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٤﴾

অন্যদেরকে নইয়া আসিতে পারেন এবং আল্লাহ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম ।

১৩৫ । যে কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিবে তাহা হইলে (সে যেন সমুদ্রের রাখে যে) আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে এবং আল্লাহ সর্বপ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ।

১৩৬ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! তোমরা ন্যায়পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও আল্লাহর জন্য সাক্ষী হিসাবে, যদিও (তোমাদের সাক্ষী) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং স্বজনগণের বিরুদ্ধেই যায় । (যাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া হইবে) যদি সে ধনী হয় অথবা দরিদ্র, তাহা হইলে আল্লাহ তাহাদের উভয়েরই সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী । সুতরাং তোমরা হীনকামনার অনুসরণ করিও না যাহাতে তোমরা ন্যায়াবচার করিতে পার । এবং যদি তোমরা কথা পঁচাইয়া (সত্যকে) গোপন কর অথবা এড়াইয়া যাও তাহা হইলে (জানিয়া রাখা যে) তোমরা যাহা কিছু কর তদসম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত আছেন ।

১৩৭ । হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ । তোমরা ঈমান আন আল্লাহ এবং তাহার রসূলের উপর এবং এই কিতাবের উপর যাহা তিনি স্বীয় রসূলের উপর নাযেল করিয়াছেন এবং সেই কিতাবের উপরও যাহা তিনি পূর্বে নাযেল করিয়াছেন; এবং যে আল্লাহ এবং তাহার ফিরিশ্তাগণ এবং তাহার কিতাব সমূহ এবং তাহার রসূলগণ এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে সে অবশ্যই চরমভাবে পথভ্রষ্ট হইল ।

১৩৮ । নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে অতঃপর, অস্বীকার করে, পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে এবং অস্বীকারে তাহারা বাড়িয়া যায় আল্লাহ কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে (সঠিক)পথে পরিচালিত করিবেন না

১৩৯ । মোনাফেকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, নিশ্চয় তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে;

১৪০ । যাহারা মো'মিনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি তাহাদের নিকট ইজ্জতের আকাঙ্ক্ষা করে ? তাহা হইলে (তাহারা জানিয়া রাখুক যে) সমস্ত ইজ্জত অবশ্যই আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٥﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ لَإِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا لَرَأَىٰ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٦﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٧﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا الْكُفْرَ ثُمَّ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يُلَاقِهِمْ لَمْ يَلِهْ لَهُمْ شَيْئًا ﴿١٣٨﴾

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٩﴾

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَسِيبَتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾

১৪১। এবং তিনি তোমাদের জন্য এই কিতাবে নাযেল করিয়াছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর আয়াত সমূহ সম্বন্ধে গুন যে ঐওলিকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাদের প্রতি বিদ্‌ব্ব করা হইতেছে তখন তাহাদের সহিত বসিও না যে পর্যন্ত না তাহারা উহা ছাড়া অন্য কথায় রত হয়, নচেৎ তোমরা অবশ্যই তাহাদের অনুরূপ হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল মোনাফেক এবং কাফেরকে জাহান্নামে একত্রিত করিবেন;

جَنِيحًا

১৪২। যদি আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাদের কোন বিজয় লাভ হয় তাহা হইলে যাহারা তোমাদের ধ্বংসের অপেক্ষা করিতেছে তাহারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে হিন্দাম না?' এং যদি কাফেররা (বিজয়ের) কোন অংশ পায় তখন তাহারা (কাফেরদিগকে) বলে, 'আমরা কি (পূর্ব) তোমাদের উপর জয়যুক্ত হই নাই এবং আমরা কি তোমাদিগকে মো'মেনদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই?' সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন ফয়সালা করিবেন এবং আল্লাহ্ কাফেরদিগকে মো'মেনদের উপর কখনও আধিপত্য দিবেন না।

২০
[৭]
১৭

১৪৩। নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহকে প্রতারণিত করিতে চাহে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতারণার শাস্তি দিবেন, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তাহারা শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, তাহারা লোকদিগকে দেখায়, এবং তাহারা আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।

১৪৪। তাহারা ইহার মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় রহিয়াছে— তাহারা ইহাদের (মো'মেনগণের) মধ্যেও নহে এবং তাহাদের (কাফেরদের) মধ্যেও নহে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

১৪৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা মো'মেনগণকে ছাড়িয়া কাফেরদিগকে কখনও বন্ধুত্ব প্রদান করিও না। তোমরা কি নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ কর্তৃক স্থানান্তরিত অভিযোগ আনার সুযোগ দিতে চাহ?

১৪৬। নিশ্চয় মোনাফেকরা আঙনের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করিবে এবং তুমি তাহাদের জন্য কখনও কোন সাহায্যকারী পাইবে না,

১৪৭। তাহারা ব্যতিরেকে যাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে এবং আল্লাহকে মনস্তত্ব ভাবে ধরে এবং তাহারা আল্লাহর

وَقَدْ تَوَلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سِغْتُمْ آيَاتِ
اللَّهُ يَكْفُرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ
حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَوِيٍّ إِنَّكُمْ إِذَا أَفْتَلْتُمْ
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ

جَنِيحًا

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ
قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ
قَالُوا أَلَمْ يَسْتَوْخِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ

لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا
قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ إِلَى هَؤُلَاءِ وَإِلَى هَؤُلَاءِ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَهْدِيَهُ سَبِيلًا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانًا قَبِيلًا

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ
تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا

জনা তাহাদের দীনকে আন্তরিকভাবে পালন করে— ইহারায়ে মো'মেনগণের অন্তর্ভুক্ত। এবং অচিরেই আল্লাহ মো'মেনদিগকে মহা পুরস্কার দান করিবেন।

১৪৮। কেনইবা আল্লাহ তোমাদিগকে আযাব দিবেন, যদি তোমরা কুতূহল প্রকাশ কর এবং ঈমান আন? নিশ্চয় আল্লাহ অতীব গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞানী।

১৪৯। আল্লাহ মন্দ কথার প্রকাশকে ভালবাসেন না, কেবল সেই বাস্তব বাস্তবের মাধ্যমে উপর যত্নম করা ইহায়াছে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বপ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১৫০। যদি তোমরা কোন পুণ্যকর্ম প্রকাশ কর, অথবা উহা গোপন কর, অথবা কোন দোষত্রুটি ক্ষমা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী, সর্বশক্তিমান।

১৫১। নিশ্চয় যাহারা আল্লাহ এবং তাহার রসূলগণকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ এবং তাহার রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতকের উপর ঈমান আনি এবং কতককে অস্বীকার করি,' এবং তাহারা চাহে যেন তাহারা ইহার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে।

১৫২। ইহারায়ে প্রকৃত কাফের এবং আমরা কাফেরদের জন্য লাজনাজনক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১৫৩। এবং যাহারা আল্লাহ এবং তাহার রসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করে না, ইহারায়ে ঐসকল লোক যাহাদিগকে তিনি শীঘ্রই তাহাদের পুরস্কার দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১৫৪। আহ্লে কিতাব তোমার নিকট দাবী করিতেছে যে, তুমি তাহাদের উপর আকাশ হইতে এক কিতাব নাযেল কর। তাহারা মুসার নিকট ইহা হইতেও গুরুতর দাবী করিয়াছিল। যেমন তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদিগকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ দেখাও। ফলে তাহাদের মূল্যবোধের কারণে তাহাদিগকে বস্ত্রপাত আঘাত হানিয়াছিল। অতঃপর, তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হওয়ার পরও তাহারা

وَيَنْهَهُمُ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٨﴾

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَامْتَنَعْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٩﴾

لَا يَجِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّعْرِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٥٠﴾

إِن تَبُدُّوْا خَيْرًا أَوْ تَخْفَوْهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٥١﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يُنْفِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سُبُلًا ﴿١٥٢﴾

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥٣﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَهُمْ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ عَفْوَا رَاجِعًا ﴿١٥٤﴾

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الضُّعْفَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا لَمُوسَىٰ سُلْطٰنًا

গো-বৎসকে (মা'বুদ রূপে) গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহাও আমরা ক্ষমা করিয়াছিলাম। এবং আমরা মূসাকে প্রকাশ্য ক্ষমতা দান করিয়াছিলাম।

১৫৫। এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার গ্রহণ করিবার সময় তুরপর্বতকে তাহাদের উর্ধ্ব সম্মুখ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'তোমরা পূর্ণ আনুগত্যের সহিত এই ফটক দিয়া প্রবেশ কর', এবং তাহাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম, 'তোমরা সাবাতের বিষয়ে সীমানংঘন করিও না।' এবং আমরা তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অস্বীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম।

১৫৬। অতঃপর, তাহাদের অস্বীকার ভঙ্গের কারণে এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করার ও নবীগণকে অনায়মভাবে হত্যার চেষ্টা করার কারণে, এবং তাহাদের এই বজ্রবোর কারণে, 'আমাদের হৃদয়গুলি পদারুত'— বরং আল্লাহ্ উহাদের উপর মোহর করিয়া দিয়াছেন তাহাদের অস্বীকারের কারণে, সুতরাং তাহারা ঈমান আনে অতি অল্পই—

১৫৭। এবং তাহাদের অস্বীকারের কারণে এবং মরিয়মের প্রতি তাহাদের উন্মানক মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার কারণে;

১৫৮। এবং তাহাদের এই বজ্রবোর কারণে, 'আমরা আল্লাহর রসূল মরিয়মের পুত্র ইসা মসীহকে নিশ্চয় হত্যা করিয়াছি, অথচ না তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিল, বরং তাহাদের নিকটে তাহাকে (ক্রুশ-বিদ্ধ মৃতের) অনুরূপ করা হইয়াছিল; এবং নিশ্চয় যাহারা তাহার ব্যাপারে মতভেদ করে তাহারা ঘোর সন্দেহের মধ্যে নিপতিত; তাহাদের এই বিষয়ে কোন (নিশ্চিত) জ্ঞান নাই, কেবল অনুমানের অনুসরণ বাতীত এবং নিশ্চিতরূপে তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।

১৫৯। বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাহার দিকে উন্নীত করিয়াছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

১৬০। আহলে কিশাব হইতে প্রত্যেক বাঙালি তাহার নিজ মৃত্যুর পূর্বে ইহার (ইসার ক্রুশীয় মৃত্যুর) উপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবে এবং সে (ঈসা) কিয়ামতের দিনে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।

مُيِّنًا ۝

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَا ثِقَمِهِمْ وَلَمَّا لَهُمْ
ادْخُلُوا الْبَابَ جُدًّا وَلَمَّا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي
السَّبْتِ وَاتَّخَذْنَا مِنْهُمْ فِتْنًا فَإِنَّا مُنِظِمُونَ ۝

فَبِمَا نَقْضِهِمْ فِتْنًا فَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا وَجَاحِي قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا
غُلُظٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ
إِلَّا قَلِيلًا ۝

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا
عَظِيمًا ۝

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ
لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ
مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّلُمِ وَمَا قَتَلُوهُ
يَقِينًا ۝

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا ذَكِيمًا ۝

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

১৬১। সূতরাং যাহারা ইহদী হইয়াছে তাহাদের যুলুমের কারণে আমরা তাহাদের জন্য সেই সব পবিত্র বস্তু হারাম করিয়াছি যাহা তাহাদের জন্য (পূর্বে) হালাল করা হইয়াছিল এবং বহু লোককে আল্লাহ্র পথে তাহাদের বাধা দেওয়ার কারণেও (তাহাদের এই শাস্তি হইয়াছিল)।

১৬২। এবং তাহাদের সূদ গ্রহণের কারণে, অর্থাৎ ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, এবং তাহাদের অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণেও। এবং তাহাদের মধ্যে কাফেরদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

১৬৩। কিন্তু তাহাদের মধ্যে হইতে জানে পরিপক্কগণ এবং মো'মেনগণ ঈমান আনে উহার উপর যাহা তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে এবং উহার উপরও যাহা তোমার পূর্বে নাযেল করা হইয়াছিল, এবং তাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং ঈমান আনে আল্লাহ্র উপর এবং শেষ দিবসের উপর, এই সব লোকই এমন যাহাদিগকে

] আমরা মহা পুরস্কার দান করিব।

১৬৪। নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতি ওহী করিয়াছি যেভাবে আমরা নূহ এবং তাহার পরবর্তী নবীগণের প্রতি ওহী করিয়াছিলাম; এবং আমরা ইব্রাহীম, ইসমাজিল, ইসহাক্, ইয়াকুব এবং (তাহার) বংশধরগণ এবং সীসা, আইউব, ইউনুস্, হারুন এবং সূলায়মানের উপর ওহী করিয়াছিলাম, এবং দাউদকেও আমরা যব্ব্ব দিয়াছিলাম।

১৬৫। এবং (আমরা প্রেরণ করিয়াছি) এমন অনেক রসূল, যাহাদের রূডান্ত ইতিপূর্বে আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং এমন অনেক রসূল, যাহাদের রূডান্ত আমরা তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই, এবং আল্লাহ্ মুসার সহিত অনেক বাক্যলাপ করিয়াছিলেন।

১৬৬। (এবং প্রেরণ করিয়াছি) রসূলগণ, শুভ সংবাদ বহনকারী এবং সতর্ককারী রূপে যেন রসূলগণের (আগমনের) পরে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন ওয়র-আপত্তি না থাকে। এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়।

يُظَاهِرُونَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَاهِرًا
أُحِلَّت لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ بَيْتِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦١﴾

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٢﴾

لَكِنِ الَّذِينَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ
الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
يَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٣﴾

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ
مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ
وَيُونُسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ
مَرْبُورًا ﴿١٦٤﴾

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا
لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْوِيمًا ﴿١٦٥﴾

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٦٦﴾

১৬৭। কিন্তু আল্লাহ্ ইহা (এই ঐশীবাণী) দ্বারা, যাহা তিনি তোমার উপর নাযেল করিয়াছেন, সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ইহাকে নিজ জানে পরিপূর্ণ করিয়া নাযেল করিয়াছেন, এবং ফিরিশ্‌তাগণও সাক্ষ্য দিতেছে; বস্তুতঃ সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

১৬৮। যাহারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র পথে (নোকদিগকে) বাধা দেয়, নিশ্চয় তাহারা চরম পর্যায়ের পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

১৬৯। নিশ্চয় যাহারা অস্বীকার করে এবং মূলম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না এবং তিনি তাহাদিগকে কোন হেদায়াতের পথ দেখাইবেন না;

১৭০। জাহান্নামের পথ বাতিরেকে, সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিবে। এবং আল্লাহ্র জন্য ইহা সহজ।

১৭১। হে মানব মগ্‌লী। নিশ্চয় এই রসূল তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমাদের নিকট সত্য সহ আগমন করিয়াছে; সুতরাং তোমরা ঈমান আন, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক হইবে। কিন্তু যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহা হইলে (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় যাহা কিছু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে রহিয়াছে সবই আল্লাহ্র:বস্তুতঃ তিনি সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৭২। হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দান সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না, এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য বাতিরেকে কিছু বলিও না। নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহ্র এক রসূল মাত্র, এবং তাঁহার কালাম (-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী) ছিল যাহা তিনি মরিয়মের উপর নাযেল করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তরফ হইতে একটি রূহ (রহমত) ছিল; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলগণের উপর ঈমান আন, এবং বলিও না যে, ‘(আল্লাহ্) তিন।’ তোমরা (এইরূপ কথা হইতে) বিরত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম, নিশ্চয় আল্লাহ্ই এক-অধিতীয় মা’বুদ। তিনি ইহা হইতে পবিত্র যে, তাঁহার কোন পুত্র থাকিবে, যাহা কিছু আকাশমণ্ডলে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সকলই তাঁহার; এবং কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহ্ যথেষ্ট।

لَئِنْ لَّمْ يَشْهَدْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ
وَالسَّيِّئَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُفَوِّرْ لَهُمْ
وَلَا يُهْدِ لَهُمْ طَرِيقًا ۝

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ
رَبِّكَ فَأَمَّاؤُنَا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ كَفَرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ مِنْ مَزِيدِ
رُسُلِ اللَّهِ وَكَانَتْ كَقَوْلِهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ فَيْضِ
فَأَمَّاؤُنَا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۝ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ذُنُوبُهُمْ
خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ
لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى
بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

১৭৩। মসীহ্ আলাহ্‌র বান্দা হওয়াতে কখনও ঘৃণা বোধ করে না, আলাহ্‌র নৈকটাপ্রাপ্ত ফিরিশ্‌তগণও না, এবং যাহারা তাঁহার ইবাদত করিতে ঘৃণাবোধ করিবে এবং অহংকার করিবে, অচিরেই তিনি তাহাদের সকলকে নিজের নিকটে একত্রিত করিবেন।

১৭৪। অতঃপর, যাহারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে অবশ্যই তিনি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিদান পূর্ণমাত্রায় দান করিবেন, অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বীয় ফয়ল হইতে অতিরিক্ত দান করিবেন। কিন্তু যাহারা ঘৃণা করে এবং অহংকার করে তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আশাব দিবেন। এবং তাহারা নিজেদের জন্য আলাহ্‌ ব্যতিরেকে না পাইবে বন্ধু এবং না পাইবে সাহায্যকারী।

১৭৫। হে মানব মন্তনী! তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসিয়াছে, এবং আমরা তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল আলোক নায়ন করিয়াছি।

১৭৬। বাকি রহিল তাহাদের অবস্থা যাহারা আলাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং তাঁহাকে মশবুতভাবে অবলম্বন করে, অচিরেই তিনি তাহাদিগকে নিজের রহমতের এবং ফয়লের মধ্যে প্রবিষ্ট করিবেন, এবং তিনি তাহাদিগকে নিজের দিকে আসিবার সরল-সুন্দর পথে পরিচালিত করিবেন।

১৭৭। তাহারা তোমার নিকট (কালাহ্‌ সন্ধক্ষে) নির্দেশ চাহিতেছে, তুমি বল, ‘আলাহ্‌ কালাহ্‌ সন্ধক্ষে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং তাহার একজন ভগ্নী থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য হইবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক; এবং (যদি ভগ্নী মারা যায় তাহা হইলে) ভ্রাতা ভগ্নীর (সম্পূর্ণ সম্পত্তির) উত্তরাধিকারী হইবে, যদি ভগ্নীর কোন সন্তানাদি না থাকে; এবং যদি দুই ভগ্নী থাকে তাহা হইলে উভয়ের জন্য ভ্রাতা যাহা পরিত্যাস করিয়া যাইবে উহা হইতে দুই-তৃতীয়াংশ এবং যদি (উত্তরাধিকারী) ভ্রাতৃবৃন্দ হয় — পুরুষ এবং মহিলা, তাহা হইলে একজন পুরুষের জন্য দুইজন মহিলার অংশের সমান। আলাহ্‌ (এই কথাগুলি) তোমাদের জন্য বর্ণনা করিতেছেন, পাছে তোমরা পশ্চাৎ হইয়া যাও, এবং আলাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বিশেষ অবহিত।

لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْسَّيِّئُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا
الْمَلَائِكَةُ الْقَرِيبُونَ وَمَنْ يَسْتَكْفِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ
يَسْتَكْبِرْ فَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْنَا جِئْنَا ۝

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَ
اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ
أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِإِسْنِهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَيُدْخِلُهُمْ
فِي رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۝

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرَأُ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
وَهُوَ بِرِثَتِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ
فَلَهُمَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝